দৈনিক সংবাদ

তারিখ ১6 JUN 1998 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বুয়েটের সাম্প্রতিক ঘটনা: বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও কতিপয় প্রশ্ন

আনোয়ার সেলিম

বুয়েটের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে সাধারণ নাগরিক ও অভিভাবক হিসেবে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে এ ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টির গোড়ার কারণ খুঁজে দেখতে হবে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে পুরো ঘটনাটিকে আমার কাছে কতিপয় শিক্ষকের Professional Jealousy, জেদ ও অহংবোধ থেকে উদ্ভূত একটি সমস্যা বলে মনে হয়েছে। সমস্যার উৎপত্তি থেকে ঘটে

চর্চায় অভ্যস্ত হওয়ার। পৃথিবী যেখানে প্রবল গতিতে সামনে এগোচ্ছে সেখানে আমাদের কূপমন্ডুকতাকে আঁকড়ে থাকার আর সুযোগ নেই। দেশে ইতোমধ্যেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয়ে গেছে। বেসরকারি ঐসব প্রতিষ্ঠানে, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও একজন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট তৈরি করতে টিউশন ফিসহ আনুষঙ্গিক খরচ হয় ১০-১৫ লাখ টাকা বা তারও বেশি। সেখানে বুয়েটে প্রায় বিনে পয়সায় এই যে গ্রাজুয়েট তৈরি হচ্ছে তার খরচ কে যোগাচ্ছে– সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ ভেবে দেখেছেন কি?

আপনারা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত-শাসনের কথা বলছেন– তারা কোন্ অধিকার বা ক্ষমতাবলে এই স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি করেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ বা ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন না; বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি গণভোটে উত্তীর্ণ হয়নি; বরং Legislature এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেছিল– যা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে প্রযোজ্য নয়। বুয়েট পরিচালিত হয় তারও পূর্বে প্রণীত এক অধ্যাদেশে। এ দু'টির কোনটিতেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়নি। এসব অধ্যাদেশ পরিবর্তনের কথা এখনই ভেবে দেখতে হবে। জনগণ পয়সা দেবে অথচ জনগণ বা সরকারের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না– এটা কি ধরনের আইন? বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের জন্যে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়– বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বশাসিত সেক্টর কর্পোরেশনের মতো সরকারে কোন revenue Contribution নেই; বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আয় নেই যা থেকে তার সমুদয় খরচের সংস্থান হতে পারে। তাহলে কোন্ যুক্তিতে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রশ্ন আসে? বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সরকারের তাবৎ ব্যয় একটি বিনিয়োগ; এর ফলাফল কি? শিক্ষা জীবনে অপরাধী, সন্ত্রাসী, সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ও শিক্ষাজীবনশেষে মেধাহীন, হতাশ ও উৎপাদন নাগরিক তৈরি করা সরকারের উদ্দেশ্য হতে পারে না। পাচার হয়ে যাবার জন্যে জনগণের পয়সা খরচ করে মেধা তৈরি সরকারের উদ্দেশ্য হতে পারে না। শিক্ষকবৃন্দ কি তৈরি করছেন তার মূল্যায়নের জন্যেও কি কোন প্রতিষ্ঠান থাকবে না?

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের বেশির ভাগই বিদেশে উচ্চতর পড়াশোনা করে আসেন। ঐসব দেশের শিক্ষা পদ্ধতি, পারস্পরিক মূল্যায়ন পদ্ধতি, Values সমূহ, Academic Ethicate সবকিছু বোধ করি ফেলে আসেন না!

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকার পেছনে, ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবান শিক্ষাজীবন ধ্বংসের পেছনে যদি শিক্ষকদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, দলাদলি, গোষ্ঠীগত রেষারেষি কাজ করে– তাহলে এর ব্যক্তিগত চেয়ে চরম দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে? সরকারি চাকরির মানে যদি এই হয় যে, আমার যা-ই খুশি করি না কেন; মাস ফুরোলেই নিশ্চিত নির্ভাবনায় মাইনে পাওয়া যায়– অতি সাধারণের মতো জাতির বিবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এ ধরনের মানসিকতায় ডুবে থাকলে আমাদের উদ্ধার লাভ সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে।

আমার মনে হয় সময় বদলাচ্ছে– মানুষ এখন অনেক সচেতন। এ ধরনের অনাচারের সরাসরি কৈফিয়ৎ তলব করার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে অনেকের মধ্যে। এক সময় আমরা যখন বুয়েটে ছাত্র ছিলাম – নিজেরাই কোনদিন ক্লাস বন্ধ করতে পারলে বিশ্বজয়ের আনন্দ পেতাম। আর এখন, আমার ভাগ্নে যখন বুয়েটের ছাত্র– সে এবং তার বন্ধুরা শিক্ষকদের ধর্মঘটে ক্লাস বন্ধ থাকায় ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন। কারণ তাদেরই অপর বন্ধুরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিদেশের Institute গুলোতে পড়াশোনা সমাপ্তির পথে অনেকটা এগিয়ে আছে। কারণ শিক্ষাজীবন শেষ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাড়না, আগামীর সম্ভাবনা এদের কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

বুয়েটের শিক্ষকবৃন্দ তাদের অন্তঃ-কলহের বলি করা থেকে, শিক্ষাজীবনকে জিম্মি করা থেকে ছাত্রছাত্রীদেরকে অব্যাহতি দিলে তাদের দাবির সপক্ষে কিছু সমর্থন হয়তো পেতেন; কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় তারা এখনো ক্লাস বর্জন অব্যাহতে রেখেছেন এটি কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়। জনগণের টাকায় আপনাদের বেতন দেয়া হবে; অথচ জনপ্রতিনিধিবৃন্দের 'হস্তক্ষেপ' মানবেন না, স্বেচ্ছাচারিতার লাইসেন্স দিতে হবে আপনাদেরকে এটা কি ধরনের আব্দার!' তার চেয়েও ন্যাক্কারজনক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়নসুলভ আচরণ, কতিপয় বরেণ্য ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে পেশী প্রদর্শনীমূলক আস্ফালন। প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর সংকট সমাধানে উদ্যোগ নিলে তাকে যদি 'অন্যায় হস্তক্ষেপ' বলেই মনে হয়– তাহলে আবার তার কাছেই সমাধান খুঁজতে যান কোন্ মুখে? তাকে স্মারকলিপি দেয়া কেন? তার সাথে সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করছেন, 'অন্যায় হস্তক্ষেপ' করতে Insist করছেন কেন? প্রধানমন্ত্রী নিজেদের সমস্যা নিজেদেরকেই সমাধান করতে বলে আপনাদের কোর্টে বল গড়িয়ে দিয়েছেন– তাতেও আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার পর সরকারের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন ঠিক হচ্ছে বলে মনে হয় না। কারণ তাদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে, জেদের কারণে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে দেয়া যায় না। আমার মতে সরকারের উচিত সংশ্লিষ্টদেরকে নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্যে একটি সময় বেঁধে দেয়া– তারপর দৃঢ় হাতে পরিস্থিতি মোকাবেলার পদক্ষেপ নেয়া। কারণ অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এ ধরনের অনাচার চলতে দেয়া যায় না।

আমাদের দেশে মানবাধিকার সংগঠনগুলো, বা ব্যক্তি পর্যায়ে মানবাধিকারের ধারণা এখনো ততোটা বিকশিত হয়ে ওঠেনি। কোন সভ্য দেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে, সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, নাশকতা বা ক্ষতিপূরণ দাবি ধরনের কয়েক ডজন মামলা হয়ে যেত।

পৃথিবীর উন্নত সব দেশে, এমন কি মুক্তবাজার অর্থনীতি, মুক্তচিন্তার ধারকবাহক দেশগুলোতে পর্যন্ত, এমনকি বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর সরকারের কোন না কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে– অথচ আমাদের দেশে সরকারি অর্থে প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এটা তো একটি অরাজক দাবি হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যাপক বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য দূরীকরণে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশসমূহ সংশোধিত ও পরিমার্জিত হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও মনিটর করার জন্যে সর্বদলীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি কমিটি গঠনের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমাদেরকে এখনই এসব নিয়ে ভাবতে হবে। এমনিতেই আমরা ভয়ানক পিছিয়ে গেছি। বুয়েটের সাম্প্রতিক ঘটনা এবং সম্ভাব্য development মুক্তচিন্তার নাগরিকদের নতুন করে ভাবাবে এবং তা আমাদের ইতিবাচক পথেই হয়তো নিয়ে যাবে। কারণ আমাদের আর পেছনে তাকানোর জো নেই। আগামীর প্রজন্ম, আগামীর তারুণ্য সমাজের এসব জঞ্জাল বেশিদিন বহন করতে অবশ্যই রাজি হবে না।

অধিদপ্তরের ঠিকাদারবৃন্দ। নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ) মানিকগঞ্জ/ ঢাকা সড়ক বিভাগ নরসিংদী/ নারায়ণগঞ্জ/ মুন্সিগঞ্জ/ গাজীপুর/ প্ল্যানিং বিভাগ (রোডস এন্ড ব্রিজ) ঢাকা/প্ল্যানিং ডিজাইন বিভাগ। ঢাকা জোন, ঢাকা এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সওজ) মানিকগঞ্জ/ নয়ারহাট, মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগের অধীনে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) ঢাকা সড়ক সার্কেল, ঢাকা/মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন সার্কেল, ঢাকা জোন, ঢাকা/ প্ল্যানিং মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন সার্কেল, ঢাকা/নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সওজ), মানিকগঞ্জ/ নয়ারহাট, মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগের অধীনে।

২৮-০৬-৯৮ ইং অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত।

২৯-০৬-৯৮ ইং দুপুর ১২-৩০ মিনিট।

০১-০৭-৯৮ ইং বৈকাল ১-৩০ ঘটিকায় নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ) মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগের কার্যালয়ে।